[illegible]

তারিখ ..22 .JUN.2016... পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...২...

ধামরাইয়ের দুই স্কুলছাত্রকে গলা কেটে হত্যা

৯ জনকে আসামি করে চার্জশিট দাখিল

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

ধামরাইয়ের চরচৌহাট গ্রামের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ইমরান ও শাকিলকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় গত সোমবার নয়জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ।

অভিযুক্ত আসামিরা হলো– মিল্টন, বাহাদুর, জহিরুল ইসলাম, শাহীনুর, শামীম, রনি, মালেক, জাকির হোসেন ও আরিফ হোসেন। তাদের মধ্যে পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে এবং পাঁচজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলেও এ জোড়া স্কুলছাত্র খুনের মূল হোতা আব্দুল মালেকসহ জাকির হোসেন ও আরিফকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মির্জাপুর থানার এসআই সফিকুল ইসলাম বলেন, তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

এ ছাড়া ওই গ্রামের অধিকাংশ শিশুশিক্ষার্থীর মধ্যে আতঙ্ক এখনও কাটেনি। সেই ব্র্যাক স্কুলটিও বন্ধ করে অন্য গ্রামে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

চরচৌহাট গ্রামের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র লুৎফর, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী শারমিন, আক্তার, খাদেজা, নার্সারি শ্রেণির রায়হান, ষষ্ঠ শ্রেণির ইয়াছিনসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, শাকিল ও ইমরান খুন হওয়ার পর চরচৌহাট গ্রামের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভয়ে দু'মাস স্কুলে যায়নি। এখন যারা স্কুলে যায়, তারা অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে যায়।

খুন হওয়া ইমরান-শাকিলের সেই বালিয়া ব্র্যাক শিশু নিকেতন স্কুলে এখনও ঝুলছে তালা। স্কুলঘরের মালিক রহিমা বেগম জানান, ইমরান-শাকিলের গলাকাটা লাশ উদ্ধারের দিনই স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন শিক্ষক রোকেয়া আক্তার। এরপর গত চার মাসেও ওই স্কুলে আর ক্লাস হয়নি। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওই ব্র্যাক শিশু নিকেতন স্কুলটি পাশের জেঠাইল গ্রামে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে খুন হওয়ার চার মাস পরও থামেনি স্কুলছাত্র ইমরান ও শাকিলের মায়ের আহাজারি। ইমরানের মা সুফিয়া বেগম ও শাকিলের মা জোছনা বেগম বাড়ির ওঠানে বিলাপ করছেন, অভাবের কারণে তাদের দু'বেলা খাবারও জুটছে না। এর পরও সরকারের কাছে তাদের একটাই দাবি– ভাত চাই না, চাল চাই না, আমরা শুধু খুনিদের দ্রুত ফাঁসি চাই।

ধামরাইয়ের চরচৌহাট গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে ইমরান হোসেন ও দেলোয়ার হোসেনের ছেলে শাকিল গত ২৭ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলা হারিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দেখতে যায়। বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে তাদের অপহরণ করা হয়। পরের দিন ২৮ জানুয়ারি বিকেলে অপহরণকারীরা মোবাইলে ফোন করে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। পরে অপহরণকারীদের চিনে ফেলায় দুই স্কুলছাত্রকে গলা কেটে হত্যা করে তারা। এরপর ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ধামরাইয়ের চরচৌহাট গ্রামের সীমান্ত থেকে ২০০ গজ দূরে মির্জাপুর উপজেলার হারিয়া গ্রামের ময়ূরভাঙ্গা এলাকার লেবু ক্ষেত থেকে তাদের গলা কাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।